শিক্ষার্থীদের জন্য পালনীয় নিয়মাবলি

একজন আদর্শ শিক্ষার্থীর পরিচয় কেবল তার উত্তম ফলাফলে নয়, সামগ্রিক আচার-আচরণ ও নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলার উপরও নির্ভর করে তাই-

- সকাল ৮:৪৫ এর মধ্যে কলেজে উপস্থিত হয়ে আইডি কার্ড পাঞ্চের মাধ্যমে উপস্থিতি নিশ্চিত করে সমাবেশে অংশগ্রহণ করতে হবে।
- ক্লাসে প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক, খাতা-কলম, ক্যালকুলেটর ইত্যাদি নিয়ে আসতে হবে।
- নির্ধারিত পোশাক পরে কলেজে আসতে হবে।
- প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে অব্যশই নম্র, ভদ্র, বিনয়ী হতে হবে।
- কলেজে প্রবেশ, অবস্থান ও যাতায়াতের সময় কলেজ কর্তৃক সরবরাহকৃত পরিচয়পত্র সার্বক্ষণিক নিজের কাছে (গলায় ঝুলিয়ে) সংরক্ষণ করতে হবে।
- ক্লাস চলাকালীন শ্রেণিকক্ষের মধ্যে অযথা কথা বলা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যাবে না।
- ক্লাস চলাকালীন প্রয়োজন ব্যতিত এবং শ্রেণিশিক্ষকের অনুমতি ছাড়া শ্রেণিকক্ষের বাইরে যেতে পারবে না।
- ক্লাস বাদ দিয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে অযথা ঘোরা-ফেরা ও বসে আড্ডা দেয়া যাবে না।
- বহিরাগত বন্ধু-বান্ধব নিয়ে কোন শিক্ষার্থী কলেজ চত্বরে প্রবেশ করতে পারবে না ।
- ময়লা আবর্জনা যত্রতত্র না ফেলে (সংরক্ষিত বিনে) ডাস্টবিনে ফেলতে হবে।
- ক্লাস বিরতির সময় এদিক সেদিক ঘোরাফেরা না করে লাইব্রেরি বা কমনরুমে অবস্থান করতে হবে।
- একাধারে ৭ দিন অনুপস্থিত থাকলে অনুপস্থিতির কারণ অভিভাবক লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষকে জানাবেন।
- শৃঙ্খলা ও নৈতিকতাবিরোধী আচরণ করলে ভর্তি বাতিল, টিসি ও বহিষ্কারসহ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- কলেজ ক্যাম্পাসে Android ফোন বহন করা যাবে না, তবে পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে বাটন ফোন রাখা যাবে।
- পানির কল, লাইব্রেরির বই, ল্যঅবরেটরির যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সাবধান ও যত্নশীল হতে হবে।
- ছেলে শিক্ষার্থীদের চুল ছোট করে কেটে রাখতে হবে।

আমাদের প্রত্যাশা ও পদক্ষেপ

- মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রেখে দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা।
- টংগীসহ সারাদেশ থেকে আগত শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা।
- ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের জীবনাচরণ গড়ে তোলা।
- শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ, মেধা ও মননশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমে আগ্রহী করা।
- শিক্ষার্থীদের সৎ, পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে মানব সম্পদ রূপে গড়ে তোলা।
- ধূমপান ও মাদকমুক্ত শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা।
- রুটিন অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ও নির্ধারিত সময়ে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা সম্পন্ন করা।
- যথাসময়ে ফলাফল প্রকাশ ও শিক্ষার্থীদের পাঠ ক্রমোন্নতিপত্র প্রদান করা।
- একাডেমিক কার্যক্রমসহ সার্বিক শৃঙ্খলা তদারকির জন্য শিক্ষকগণের সমন্বয়ে ভিজিল্যান্স টিম গঠন।
- যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় দিবস পালনসহ বার্ষিকক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিক্ষা সপ্তাহ ও বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা।
- উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে প্রতি ১৫জন শিক্ষার্থীর একাডেমিক বিষয়ে সহায়তার জন্য একজন করে শিক্ষককে কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব প্রদান।
- সেমিনার, গবেষণায় উৎসাহ ও বিজ্ঞান ক্লাসের মাধ্যমে শিক্ষাকে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণমূলক মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ক্লাস গ্রহণ।
- স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে আগ্রহী ও প্রতিযোগিতার উপযুক্ত করে গড়ে তোলা।

শিক্ষার্থীদের জন্য কলেজ প্রদত্ত সুবিধাসমূহ

- ভর্তিকৃত সকল শিক্ষার্থী যোগ্যতা অনুযায়ী আবেদনের ভিত্তিতে অধ্যয়নরত সনদ, চারিত্রিক সনদ, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী) পেয়ে থাকে।
- উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আবেদনের ভিত্তিতে প্রশংসাপত্র, সনদপত্র ও নম্বরপত্র কলেজ অফিস থেকে পেয়ে থাকে।
- দরিদ্র, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা আবেদনের প্রেক্ষিতে দরিদ্র তহবিল হতে আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে (ফরম পূরণ/সেশন ফি প্রদানের সময়)।
- অবিবাহিত, দরিদ্র, মেধাবী নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীরা নির্ধারিত ফরমে আবেদনের মাধ্যমে উপবৃত্তি পেয়ে থাকে।
- দূর-দূরান্ত থেকে আগত ছাত্রীরা মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে ছাত্রী হোস্টেলে আবাসনের সুযোগ পায়।
- শিক্ষার্থীরা ভর্তির পরপরই ব্লাড গ্রুপ নির্ণয়ের সুযোগ পায়।
- ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য রোভার স্কাউট, গার্ল-ইন-রোভার-এ ভর্তির সুযোগ রয়েছে।
- দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধকরণের নিমিত্তে যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জাতির জনকের জন্মদিবস (জাতীয় শিশু দিবস), স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় শোক দিবস, বিজয় দিবস, নারী দিবস, সাক্ষরতা দিবস, দুর্নীতি বিরোধী দিবসসহ অন্যান্য জাতীয়, ধর্মীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহে আলোচনা অনুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদির আয়োজন করা হয়।
- পড়ালেখার পাশাপাশি বৈশ্বিক বিষয়ে জ্ঞানর্জনের জন্য গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা রয়েছে।
- আইসিটি ল্যাবরেটরি সুবিধা ও উন্নত মাল্টিমিডিয়া ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে।
- জাপানি, কোরিয়ান, আরবি, ইংরেজি ভাষা শিক্ষার জন্য বিদেশি ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (FLTC) চালু রয়েছে।
- বার্ষিক ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্টসমূহে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।
- বিভিন্ন পর্যায়ের কৃতিশিক্ষার্থীদের পুরস্কার ও সম্বর্ধনা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।
- প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে শিক্ষার্থীদের নিবিড় পরিচয়ের জন্য বার্ষিক শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা রয়েছে।
- কলেজে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বই পড়ার সুযোগ রয়েছে।
- মুসলিম ছাত্রদের নামাজ আদায়ের জন্যে সুদৃশ্য ও সুপরিসর মসজিদ এবং ছাত্রীদের জন্য আলাদা নামাজের স্থানের ব্যবস্থা রয়েছে।
- কলেজ বার্ষিকীতে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানোর সুযোগ রয়েছে।
- সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে (নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি ও নাটক) অনুশীলনের জন্য দক্ষ যোগ্য প্রশিক্ষকের ব্যবস্থা রয়েছে।

উপবৃত্তির নীতিমালা ও শর্তাবলি

- এসএসসি পরীক্ষায় নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে ন্যূনতম জিপিএ ২.৫০ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।
- কোনপ্রকার পাঠবিরতি ব্যতীত উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রী হতে হবে।
- উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ পর্যন্ত অবিবাহিত থাকতে হবে।
- শ্রেণিতে ৭৫% উপস্থিত থাকতে হবে।
- একাদশ শ্রেণির সকল অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪৫% নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়ে দ্বাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হতে হবে।
- এসএসসি পরীক্ষার মূল মার্কশীট এইচএসসি পরীক্ষার সমাপ্তি পর্যন্ত কলেজ অফিসে জমা রাখতে হবে।
- মেধাবী শিক্ষার্থীরা অগ্রাধিকার পাবে।
- নিম্নআয়ের অভিভাবকের সন্তানদের বিশেষ বিবেচনায় নেয়া হবে।

পরীক্ষায় অনুপস্থিতি/অসদুপায় অবলম্বনের শাস্তি

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রতিটি পরীক্ষায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষায় অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয় না। কোনো পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকলে (পূর্বানুমতি ব্যতীত অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে) প্রতি বিষয়ের জন্য জরিমানা প্রদান করতে হবে।
- পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করলে বা কর্তব্যরত পরিদর্শকের সঙ্গে অশোভন আচরণ করলে তৎক্ষণাৎ পরীক্ষার হল থেকে বহিষ্কার করা হবে এবং সকল বিষয়ের পরীক্ষা বাতিল করা হবে। এক্ষেত্রে পরীক্ষা কমিটির সুপারিশ সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর বিষয়ে কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন।

নিবিড় কমিটি

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণি (২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষ) এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত কর্তকর্তাদের সমন্বয়ে নিবিড় কমিটি গঠন করা হয়।

১. প্রফেসর হাফসা বেগম, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ	আহবায়ক
২. জনাব সরোয়র হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ	সদস্য
৩. ড. মোসাম্মৎ তাছলিমা আক্তার, সহযোগী অধ্যাপক, প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ	সদস্য
৪. জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রভাষক, আইসিটি বিভাগ	সদস্য

শাখাভিত্তিক তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব প্রদান করা হল–

১. বিজ্ঞান শাখা (ক) : প্রফেসর নাজমুন আরা (রসায়ন)
২. বিজ্ঞান শাখা (খ) : প্রফেসর কাজী রোমানা খাতুন (বাংলা)
৩. মানবিক শাখা : প্রফেসর ইসরাত বানু (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
৪. ব্যবসায় শিক্ষা (ক) : প্রফেসর মোঃ নুরুন্নবী আলম (অর্থনীতি)
৫. ব্যবসায় শিক্ষা (খ) : প্রফেসর ড. এ কে এম এমদাদুল হক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)

রোভার স্কাউটিং

নেতৃত্ব ও সুশৃঙ্খল জীবন গঠনের জন্য প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের রয়েছে দুইটি রোভার স্কাউট ইউনিট এবং ছাত্রীদের জন্য রয়েছে দুইটি গার্ল-ইন রোভার স্কাউট ইউনিট। প্রত্যেক ইউনিটের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্কাউট শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। রোভার স্কাউট এবং গার্ল-ইন রোভার স্কাউটের সদস্যরা নির্ধারিত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্কাউট প্রোগ্রাম এবং ক্যাম্পিং-এ অংশগ্রহণ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তারা সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। রোভার এবং গার্ল-ইন রোভার সদস্যরা তাদের আচরণ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলির মাধ্যমে অন্যান্য সহপাঠীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। টংগী সরকারি জলেজ রোভার গ্রুপ জাতীয় মান পাওয়া একটি রোভার গ্রুপ যা জাতীয় জীবনে সেবার মান বৃদ্ধি সৎ ও সত্যবাদী হওয়ার মন্ত্রে দীক্ষিত। মানুষের সুপ্ত গুণাবলি বিকাশের মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এই সংগঠনটি।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি)

১৯৭২ সালে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) আত্মপ্রকাশ করে। সমগ্র বাংলাদেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেনাবাহিনীর সাথে দ্বিতীয় সারির স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিএনসিসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তারই অংশ হিসেবে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৩ সালে টংগী সরকারি কলেজ প্লাটুন কার্যক্রম শুরু করে। অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ রফিকুল ইসলাম স্যার ও উপাধ্যক্ষ প্রফেসর ফারজানা পারভীন স্যারের নির্দেশনায় টংগী সরকারি কলেজ প্লাটুনটির ৩১ জন ক্যাডেট তাদের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আসছে। প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ইসলামী শিক্ষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ শামীমুর রহমান। সেনাবাহিনীর একজন সামরিক প্রশিক্ষক নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। বিএনসিসি বিভিন্ন ক্যাম্পের মাধ্যমে ক্যাডেটদের সামরিক প্রশিক্ষণ ফায়ারিং ও অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থাপনা এবং প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ প্রদানসহ শারীরিক ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নানাবিধ উপায়ে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে ভূমিকা পালন করে। যার সার্বিক দেখভাল করেন বিএনসিসি হেড কোয়ার্টারের প্রধান সেনাবাহিনীর একজন বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (ডি জি)।

টংগী সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্য হতে শারীরিক ও পরীক্ষার ভিত্তিতে যোগ্য শিক্ষার্থীরাই উক্ত বিএনসিসি প্লাটুনের একজন ক্যাডেট হতে পারে। আর ক্যাডেটশীপ গ্রহণ পরবর্তী বিভিন্ন সুবিধা প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে। যার মধ্যে -

- ❖ সরাসরি ISSB তে পরীক্ষার সুযোগ।
- ❖ পরীক্ষার মাধ্যমে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী ও বি.এম.এ কোর্সে ৩০% কোটায় যোগদানের সুযোগ।
- ❖ এছাড়াও সরকারি খরচে দেশে-বিদেশে শিক্ষা সফরের সুযোগসহ কলেজ কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষাসফর সহ সেবা মূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেকে যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার সূবর্ণ সুযোগ রয়েছে।

প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কারের কারণসমূহ

- শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের সাথে অসৌজন্যমূলক বা অসম্মানজনক আচরণ করলে।
- প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মকানুনের প্রতি অবিরত অনীহা প্রকাশের প্রমাণ পাওয়া গেলে।
- পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ও সহপাঠীদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করলে।
- পাঠোন্নতি বিবরণীপত্রে বা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রে তথ্য বিকৃত করলে।
- প্রতিষ্ঠানের ভেতরে বা বাইরে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া প্রমাণ পাওয়া গেলে।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড

- ক্রীড়া শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলায় পারদর্শী করে গড়ে তোলার জন্য নিয়মিত অনুশীলন করানো হয়। থানা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থী অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া বিশেষ কারণ ব্যতীত প্রত্যেক বছরের প্রথম দিকে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি একটি জাতির স্বরূপ অন্বেষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা একটি জাতির অবয়ব নির্মাণ করে, সাহিত্যে সে অবয়বের প্রতিফলন ঘটে আর সংস্কৃতি তাকে পূর্ণতা প্রদান করে। সাংস্কৃতিক চর্চার জন্য সংস্কৃতিমনা কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কমিটি রয়েছে। বর্তমানে গান, নৃত্য ও আবৃত্তির জন্য তিনজন প্রশিক্ষক রয়েছে। প্রতি বছর সুচারুরূপে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। জাতীয় শিক্ষাসপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিবছরই জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাফল্য লাভ করে।